

Mahua: *Madhuca longifolia* (L.) J.F. Macbr.; Family- Sapotaceae

Madhuca longifolia, of the family Sapotaceae, is a tree distributed in tropics, known as Moa, Mowa, Mahua in Bengali and Mowra Butter tree, South Indian Mahua, etc. in English. It is considered as the “Kalpa Vriksha” or Wish Granting Tree for the tribals as it is associated with every part of their life. Mahua was mentioned in the Atharvana Veda. The Charaka Samhita also mentioned this flower for its curative properties. This tree also mentioned in the “Baburnama” written by Babur, the founder of Mughal Empire. In Mythological history it is stated for sugar content of flowers and that is used in the preparation of distilled liquors and vinegar. One day Lord Shiva while meditating under a Mahua tree felt thirsty. He looked around everywhere for water but couldn't find it. Suddenly he found water into the hollow on the Mahua tree under which he was meditating. The water contained fallen flowers of Mahua which over a period of time had fermented, thereby making the water intoxicating and sweet with its fragrance. He drank too much water and lost his sense and started dancing like a child. It has many importance to the Tribal communities as the flowers (fleshy corolla) are still used by the tribals for liquors, vinegar and syrup and seeds are the source of Mahua oil; both of edible purposes and medicinal uses in rheumatism and skin affection. Mahua cake is used as manure, also acts as insecticidal and pesticidal. Fruits (berries) are eaten as vegetable. However, wood is of least use.

মহুয়া বৃক্ষটি স্যাপোটেসী পরিবারের অন্তর্গত বিজ্ঞানসম্মত নাম মধুকা লঙ্গিফোলিয়া। এটি গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলে বিস্তৃত জন্মায়। এটি বাংলায় মোয়া, মওয়া, মহুয়া ও ইংরেজিতে মওড়া বাটার ট্রি, সাউথ ইন্ডিয়ান মহুয়া, ইত্যাদি নামে পরিচিত। জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে বলে আদিবাসীরা মহুয়া গাছকে কল্পবৃক্ষ বা ইচ্ছাপূরণকারী বৃক্ষ বলে। এই গাছের বিশেষ কিছু ঐতিহাসিক প্রমাণ ও পৌরাণিক কাহিনীও বর্ণিত আছে অথর্ব বেদ - এ মহুয়ার উল্লেখ পাওয়া যায় এবং চরক সংহিতায় মহুয়া ফুলের আরোগ্যকারী গুণের কথা বলা হয়েছে। মুঘল সম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বাবরের লেখা 'বাবরনামা'-তেও এই গাছের উল্লেখ করা হয়েছে। একটি পৌরাণিক গল্পকথা অনুযায়ী একদিন মহুয়া গাছের নীচে বসে ধ্যান করার সময় ভগবান শিব তৃষ্ণার্ত বোধ করেন। তখন তিনি জলের জন্য সর্বত্র তাকালেন কিন্তু কোথাও জলের দেখা পেলেন না। হঠাৎ তিনি সেই মহুয়া গাছটির একটি কোটরে জল জমে থাকতে দেখলেন। ততদিনে, দীর্ঘদিন জমে থাকা মহুয়ার ফুল মিশ্রিত ঐ জলটি একটি সুগন্ধি, মিষ্টি মদ্য জাতীয় পানীয়তে রূপান্তরিত হয়েছে। ভগবান শিব সেই জল যথেষ্ট পরিমাণে পান করলেন এবং প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় শিশুর মত নাচতে শুরু করলেন। ফুল এখনও আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকেরা মদ, ভিনেগার এবং শরবতের জন্য ব্যবহার

করে। আদিবাসী সম্প্রদায়ের কাছে এটির গুরুত্ব অনেক, কারণ এটির বীজ মছয়া তেলের উৎস; ভোজ্য এবং বাত ও ছকের রোগে উভয় ক্ষেত্রেই ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বীজ তেল নিষশকাসনের(মছয়া কেক) সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়, এছাড়াও কীটনাশক হিসেবেও কাজ করে। ফল (বেরি) সবজি হিসেবে খাওয়া হয়। তবে এটির কাঠের ব্যবহার খুবই কম।